শিক্ষক মাহরীন চৌধুরী যে শিক্ষা রেখে গেলেন

শিক্ষক মাহরীন চৌধুরী

মো. এরশাদ হালিম

প্রকাশ: ৩০ জুলাই ২০২৫ | ০০:১২

- অ +

নিজের জীবন বাজি রেখে মৃত্যুপথযাত্রী শিক্ষার্থীদের প্রাণে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মাহরীন চৌধুরী। যদিও সবাইকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না; শেষ পর্যন্ত নিজেও বাঁচলেন না। উদ্ধার অভিযান চলাকালে স্বামী-সন্তানের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা তিনি আমলেই নেননি। ভাবনায় ছিল শুধু কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মায়াভরা মুখের করুণ আর্তনাদ। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের দায়িত্বের কোনো সীমা নেই- এ কথা প্রমাণ করলেন মাহরীন

চৌধুরী। মূলত আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল এমন জীবন্ত এক প্রতিকৃতির নামই তো শিক্ষক। ছাত্র-শিক্ষক ভালোবাসার স্বর্গীয় বন্ধন রচনা করেন এমন শিক্ষকরাই।

বলা হয়ে থাকে, যিনি শেখান তিনি শিক্ষক, যে শেখে সে শিক্ষার্থী। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক। কিন্তু এ সংজ্ঞা দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক বোঝা যায় না। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলেন বটে, কিন্তু এতেই শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক শুধু এর মাধ্যমেই সাবলীল, মধুর ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় না। 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।' শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে এমনি এমনি অভিভাবকের মতো সম্মান করে না; তার আদেশ-উপদেশ মেনে চলে না। জীবনের যে কোনো সময় শিক্ষকের কথা এলেই শ্রদ্ধায় নত হয় মানুষ।

শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক যত ভালো, সুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীকে তত ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন। শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষার্থীরা জীবনকে জানতে, চিনতে ও বুঝতে শেখে। সবকিছুকে নতুন করে দেখতে শেখে।

মাহরীন চৌধুরী ভালোবেসেছিলেন শিক্ষকতা পেশার মূল দর্শনকে। তাই তিনি এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন। তিনি খুব বড় ডিগ্রিধারী ছিলেন না। অনেকের মতো নামকরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও ছিলেন না। বেছে নিয়েছিলেন কোমলমতি শিশুদের পড়ানোর কাজ। এ কাজের জন্য জ্ঞান যত লাগে; মনন লাগে তার চেয়ে বেশি। মাহরীন তাঁর ষোল আনাই অর্জন করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই তিনি শিক্ষকতা যে আর দশটা পেশার চেয়ে ভিন্ন ও মহান এক পেশা- তা প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন।

যদি বলা হয়, এই পেশার উৎকর্ষও সাধন করে দিয়েছেন মাহরীন, তাহলে ভুল বলা হবে না। স্বীকার না করে উপায় নেই, শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ে প্রবেশ করেছে কৃত্রিমতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ আর লাভের হিসাব। শিক্ষককে তাঁর সংসার চালাতে হয় ঠিক, তাঁরও সাধ-আহ্লাদ থাকে সত্য; কিন্তু এসবের নামে অনেকেই প্রাথমিক থেকে একেবারে

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে পুরোপুরি বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করেছেন। প্রাইভেট টিউশন এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে ইদানীং। তা থেকে দুঃখজনকভাবে খুব কম শিক্ষকই মুক্ত। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক অনেকাংশেই কার্যত দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। মাহরীন শিক্ষকের এমন ভাবমূর্তিতে একটা জোর ধাক্কা দিয়েছেন।

রাজনীতির কারণে শিক্ষাঙ্গন এখন প্রায়ই অস্থির থাকছে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও নানা রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর ফলস্বরূপ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এখন বিষিয়ে পড়েছে। এখন যে ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটছে এবং তা ঘটছে তাদেরই সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের দ্বারা, এর কারণ কিন্তু সেখানেই নিহিত। গত বছরের আন্দোলনকালে শিক্ষক নামধারী অনেকে যে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেন, তা ছিল কার্যত শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধির ছদ্মাবরণে শিক্ষকতা পেশার মুখাবয়বে চুনকালি মিশ্রিত কালিমা লেপনের সমতুল্য। এরও প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি। বস্তুতপক্ষে মানবতার লালন ও অনুশীলনে বড় বড় ডিগ্রির দরকার হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু স্বচ্ছ ও উদার মনমানসিকতা অর্জন এবং নিজ পেশার প্রতি আমানতদারি থেকে শিক্ষার্থীদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার লালন। মাইলস্টোনের শিক্ষক মাহরীন চৌধুরী এ বিষয়ই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। মূল পার্থক্যও বস্তুত এখানে।
কবি কাজী কাদের নেওয়াজের সেই ‘শিক্ষকের মর্যাদা’ কবিতার দুটো বিখ্যাত লাইনের সঙ্গে মিলিয়ে লেখাটা শেষ করতে চাই- ‘আজ হতে চির-উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির,/ সত্যই তুমি মহান উদার সুশিক্ষিত জাতির বীর।’

ড. মো. এরশাদ হালিম: শিক্ষক, রসায়ন
বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়